বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস
(জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ)

পরিপত্র নং-জালনোট ঃ ০১ (পলিসি)/২০০৭-৩০৯

তারিখঃ ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪ / ১৮ নভেম্বর, ২০০৭

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

<u>ব্যাংকিং লেনদেনে জালটাকার অনুপ্রবেশ রোধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি</u>।

উপরোক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগের ২২/১১/০৬ তারিখের ইপ্রশাঃ ২৬-এ(পলিসি)/২০০৬-২১৮০ নং পরিপত্রের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

ব্যাংকিং লেনদেনে জালটাকার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ পালন করার জন্য পুনরায় পরামর্শ দেয়া হল ঃ

(১) সকল ব্যাংক শাখায় উন্নত প্রযুক্তির জালনোট সনাক্তকরণ মেশিনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(২) জাল ও আসল নোটের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যাশ কাউন্টারে পোষ্টিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) গ্রাহকদের নিকট স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ক্যাশ কাউন্টারে গ্রাহকদের দৃষ্টিগোচরযোগ্য স্থানে ক্যাশ গণনা করতে হবে।

(৪) ব্যাংকের ভল্ট ও ক্যাশ কাউন্টারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী/বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।

(৫) ভল্ট ও ক্যাশ কাউন্টারে প্রবেশের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ বহিরাগতদের (বিশেষ কারণে প্রবেশের প্রয়োজন হলে) নিজস্ব টাকা পয়সা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করণপূর্বক চেকিং এর মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) পুনঃপ্রচলিত পূর্ণ নোট প্যাকেটে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাংকের নিজস্ব ফ্লাইলীফ সন্নিবেশিত করতে হবে।

(৭) পেমেন্ট পাওয়ার পর টাকা গুনে নেয়ার পরামর্শ সম্বলিত নোটিশ কাউন্টারে ডিসপ্লে করতে হবে। কাউন্টারে টাকা গণনাকালে জালনোট পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(৮) গ্রাহকগণকে টাকা প্রদানকালে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ডুয়াল ডিসপ্লে কাউন্টিং মেশিন ব্যবহার করতে হবে।

এতদবিষয়ে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনপূর্বক অত্র বিভাগকে আগামী ৩১/১২/০৭ তারিখের মধ্যে পরিপালন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী মহিবুল হক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ৭১২০৩৭২